১৮ - ১২ - ১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বেহদের বাবার থেকে তোমরা অনেক উঁচু পড়া পড়ছো, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা পতিত - পাবন গড ফাদারের স্টুডেন্ট, নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছি"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চারা রুহানী গভর্নমেন্ট থেকে পুরস্কার পায় ?

উত্তর :- যারা অনেককেই নিজের সমান বানানোর পরিশ্রম করে । সেবার প্রমাণ পাওয়া গেলে, তাদের রুহানী গভর্নমেন্ট অনেক বড় পুরস্কার দেয় । তারা ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য উঁচু পদের অধিকারী হয়ে যায় ।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আমার দ্বারা এই পড়া পড়ছো । এই পড়া হলো নতুন দুনিয়ার জন্য, আর কেউই এমন বলবে না যে আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছি । তোমরা যত ভালোভাবে পড়বে, ততই তোমাদের ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ জমা হয়ে যাবে । বেহদের বাবার থেকে আমরা বেহদের পড়া পড়ছি । এ হলো বেহদের অনেক উঁচু পড়া । বাকী সবই পাই - পয়সার পড়া । তাই এই বেহদের পড়াতে তোমরা যত পুরুষার্থ করবে তত উঁচু পদ পাবে । তোমাদের বুদ্ধিতে সর্বদা এইকথা থাকা দরকার যে আমরা পতিত - পাবন গড ফাদারের স্টুডেন্ট আর নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছি, তাই তোমাদের কত ভালো পুরুষার্থ করা উচিত যে আমরা এই পড়া করে প্রথমে বাবার কাছে যাবো তারপর যার যার পড়া অনুসারে নতুন দুনিয়ার পদ পাবো । ও হলো লৌকিক পড়া, আর এ হলো পারলৌকিক পড়া অর্থাৎ পরলোকের জন্য পড়া । এ হলো পুরানো পতিত লোক । তোমরা জানো যে আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হচ্ছি । এই কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণে থাকা প্রয়োজন তখনই তোমাদের খুশীর পরিমাণ বাড়তে থাকবে । বিয়ে বাড়ি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গেলে অনেক বাচ্চারাই ভুলে যায় । পড়া কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় আর আরো খুশীতে থাকা উচিত । আমরা ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হই । যারা অনেককেই নিজের সমান বানায়, তারা অবশ্যই উঁচু পদ পায় । এই রহস্য অন্য কারোর বুদ্ধিতে বসেই না । সেবা করারও বুদ্ধি থাকা চাই । ডিপার্টমেন্টও আলাদা আলাদা থাকে । যারা স্লাইড বানায়, বাবা তাদেরও বলেন যে স্লাইড একই সাইজে বানাও যাতে যে কোনো প্রজেক্টরে চলতে পারে । প্রথমের স্লাইড হলো পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক ? তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের বাবা । তাঁর থেকে আমরা কি আশীর্বাদী বর্সা পাই ? তারপর দেখাতে হবে য়ে এই ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার দ্বারা আমরা এই সূর্যবংশীর পদ পাই । তোমরাও পুরুষার্থ করছো নতুন দুনিয়ার জন্য । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো, তোমরাই পবিত্র দুনিয়া গঠন করো । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই স্মৃতি এসে গেছে । বরাবর আমরাই পাঁচ হাজার বছর আগে দেবী - দেবতা ছিলাম । তারপর রাজ্য হারিয়ে ফেলেছিলাম । তারপর লৌকিক সম্পদ প্রাপ্ত করেছিলাম । এ সবই লৌকিক জগতের কথা । তোমাদের হলো বেহদের লড়াই, শ্রীমতে চলে তোমরা পাঁচ বিকাররূপী রাবণের সাথে লড়াই করো । তোমরা জানো যে ড্রামাতে হার জীতের পার্ট তো আছেই । প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এই ড্রামার চক্র ঘুরতে থাকে । তাই এখন বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীমতে চলতে হবে, বাবার নির্দেশ অনুসারে । কিছু বাচ্চা বলে থাকে আমরা নিজেরা বুঝি কিন্তু অনেককে বোঝাতে পারি না । এ তো এমন হলো যে তোমরা নিজেরাই বোঝো নি । নিজেরা যতটা বুঝেছো সেই হিসেবে তোমরা পদ পাবে । তোমাদের বুদ্ধিতে যেন স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকে । তোমরাই স্বদর্শন চক্রধারী হও । যদি তোমরা অন্যকে নিজের

সমান বানাতে না পারো তাহলে তোমাদের সেবাধারী মনে করা হবে না, তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা উচিত । অন্যদেরও শেখাতে হবে । ব্রাহ্মণীদের প্রতি একজনের উপর পুরুষার্থ করতে হবে । টিচাররা অনেক পরিশ্রম করলে তবেই তো পুরস্কার পায় ।তোমরা তো অনেক বড় গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে পুরস্কার পাও । এই সেবার প্রমাণ দিতে হবে । কোনোরকমের গাফিলতি করা চলবে না । এখানে এক ক্লাসে বিভিন্ন প্রকারের পড়া হয় । তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যতে দেবী - দেবতা হতে চলেছি । বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে । আগের কল্পে যেমন স্বর্গের অট্টালিকা বানানো হয়েছিলো এবারও তেমনই হবে । ড্রামাই এর সাহায্য করে থাকে । সেখানে তো বড় বড় মহল, বড় বড় সিংহাসন ইত্যাদি বানানো হয় । এখানে থোড়াই সোনা - রুপার বড় বড় মহল আছে । ওখানে তো হীরে জহরত পাথর তুল্য হবে । ভক্তিতেও এত হীরে জহরত থাকে তাহলে সত্যযুগে কি না থাকবে । বিশেষ করে ব্যবসায়ী মানুষরা এখানে রাধা - কৃষ্ণ অথবা লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদি দেব - দেবীদের সাজিয়ে থাকে । সোনার গয়না পরিয়ে থাকে । বাবার স্মরণে ছিলো -- এক শেঠ ছিলো । সে বলেছিলো,আমি লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির বানাই, তাঁদের জন্য নতুন গয়না বানাতে হবে । সেইসময় গয়না অনেক সস্তা ছিলো । তাহলে সত্য যুগে কি হবে ? ভক্তিমার্গে অনেক মূল্যবান দ্রব্য ছিলো, যা সব লুঠ করে নিয়ে গেছে । এখন বাচ্চারা, তোমাদের সব মনে পরে গেছে । এই পড়া হলো অনেক উচ্চস্তরের । ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরও শেখাতে হবে । রাজবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যাও দিতে থাকো । শিববাবাকে স্মরণ করাতে থাকো । ছবি দেখিয়ে বোঝাও । বাচ্চাদেরও কল্যাণ করো । শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে । অবিনাশী এই জ্ঞানের কখনো বিনাশ হয় না । অল্পকিছু শোনালেও রাজধানীতে চলে আসবে । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । সে এখন কোথায় গেলো ? আমি তোমাদের বোঝাই যে তোমাদের সেই স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেবো । শিখলেই শিখে যাবে কিন্তু পরিশ্রম করতে হবে । অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয় । গাফিলতি করলে আফশোষ করবে । বাবা ধন রোজগার করে বাচ্চাদের দিয়ে যায় । এখন তো সকলেরই বিনাশের সময় । এখন তো কত ঝগড়া - লড়াই, মৃত্যু ইত্যাদি হচ্ছে । এ কিছুই নয় । এখন কোটির আন্দাজে বিনাশ হবে, সবাই জ্বলে মরে শেষ হয়ে যাবে । কবরস্থানে পরিণত হবে তারপর পরীস্থান হবে । কবরস্থান তো অনেক বড়, পরীস্থান তো অনেক ছোটো হবে । মুসলমানরাও বলে থাকে, সবাই কবরের তলায় শায়িত । খুদা এসে সকলকে জাগ্রত করে তারপর ফিরিয়ে নিয়ে যায় । এই সময় সমস্ত আত্মারা কোনো না কোনো রূপে এখানেই আছে । কবরে শরীর পরে থাকে, বাকি আত্মারা গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে । এইসময় মায়া সকলকেই কবরে শায়িত করে রেখেছে । সবাই মৃতবৎ পড়ে আছে । সবই শেষ হয়ে যাবে তাই কারোর সঙ্গেই হৃদয়ের সম্পর্ক তৈরী করো না । একজনকেই মন দাও । শেষকালে তোমাদের সকলের থেকেই মমত্ব দূর হয়ে যাবে । তোমাদের এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এই পড়া পড়ে ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের বাদশাহী লাভ করার জন্য পতিত -পাবন বাবার দ্বারা পড়ছি । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তিনি হলেন চৈতন্য । আত্মাও চৈতন্য । যতক্ষণ না আত্মা শরীরে প্রবেশ করে ততক্ষণ এই শরীর জড় । আত্মাই হলো চৈতন্য । এখন আত্মা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে । প্রতি আত্মার মধ্যে তাদের নিজের নিজের পার্ট ভরা আছে । প্রত্যেকের পার্ট তার নিজের নিজের । এ এক আশ্চর্যজনক নাটক, একেই কুদরত বলা হয় । এত ছোটো আত্মার মধ্যে কতো পার্ট গাঁথা রয়েছে । এই রুহানী কথা সুপ্রীম রুহ (আত্মা) বসে তোমাদের বোঝান । তিনি তোমাদের ঘুরিয়ে সব দেখান, এও নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে, যা নাটকে লিপিবদ্ধ আছে, তারই তিনি সাক্ষাৎকার করান । যদিও এই খেলা প্রথম থেকেই অনাদি, যা আগে থেকেই বানানো আছে, কিন্তু মানুষ জানে না যে, এই খেলা অনাদি । তোমরা

তো সবকিছুই জানো । যা কিছুই ঘটতে থাকে, এক সেকেন্ড পরে তা অতীত হয়ে যাবে । আর যা অতীত হয়ে গেলো, তোমরা জানো যে, এ ড্রামাতেই ছিলো । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন -- সত্যযুগ থেকে এখন পর্যন্ত কি কি পার্ট হয়েছে । এই কথা দুনিয়ার কেউই জানে না । বাবা বলেন, আমার বুদ্ধিতে যে জ্ঞান আছে, তাই আমি তোমাদের দিচ্ছি । তোমাদেরও আমি আমার সমান বানাই । তোমরা তো জানোই এই দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী । তাই প্রথমেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে এবং অন্যকে পবিত্র বানাতে হবে । তোমরা ছাড়া কেউই পবিত্র বানাতে পারবে না ।

এখন বাবার শ্রীমতে চলে তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । খুব মিষ্টি করে কথা বলতে হবে । কোনো কটুকথাই বলবে না । সকলকেই দয়া বা ক্ষমা করতে হবে । তোমরা সবাইকে শেখাতে পারো -- "ভগবান উবাচ :- মনমনাভব' । তারা জানে না যে, ভগবান কে আর তিনি কখন গীতা শুনিয়েছিলেন। তোমরা এখন ভগবান উবাচঃ বুঝতে পারো - 'অশরীরী হও' । দেহের সব ধর্ম -- আমি মুসলমান বা আমি পার্সি .....এইসব ছেড়ে দাও । এই কথা কে বলে ? আত্মারা তো নিজেরা সব ভাই - ভাই । এক বাবার সন্তান । আত্মা তাদেরই আত্মা ভাইদের বোঝায় যে, বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা মুক্তিধামে যেতে পারবে । সবাই নির্বাণ ধামে যাবে । দুটো অক্ষর স্মরণ রেখেও বোঝানো উচিত । ভগবান সবার এক । কৃষ্ণ তো হতে পারেন না । এখন বাবা বলছেন, দেহের সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো । আত্মা প্রাকৃতির আধার নিয়ে এখানে অভিনয় করে । ক্রাইস্টের জন্য বলা হয় -- এখন তিনি ভিখারী । সকলেরই শরীর রূপী জুতো পুরানো হয়ে গেছে । ক্রাইস্টও নিশ্চই পুনর্জন্ম নিয়েছিলেন । এখন তো তিনিও শেষ জন্মে আছেন । এই দেবদূতদেরও বাবা এসেই জাগান । পতিতদের একমাত্র বাবাই পবিত্র বানান । সকলকেই পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচে আসতেই হবে । এখন হলো কলিযুগের অন্তিম সময় । সামনের দিনে এরা সকলেই মানবে । মানুষের আওয়াজ উঠবে যে বাবা এসেছে । মহাভারী লড়াইতে তো ভগবানের নাম আছেই । কিন্তু নামের পরিবর্তন করে দিয়েছে । বিনাশ আর স্থাপনা .....এ তো ভগবানেরই কাজ । বাবা এসেই স্বর্গের দ্বার খুলবেন । তোমরাই ডাকো .....বাবা এসো, এসে বৈকুন্ঠের দ্বার খোলো । বাবা এসে তোমাদের দ্বারাই সেই দ্বার খোলেন । তোমাদের নামও উজ্জ্বল -- শিবশক্তি সেনা । তোমাদের কেন পাণ্ডব বলা হয় ? তোমরাই হলে রুহানী পান্ডা, তোমরাই সবাইকে স্বর্গের রাস্তা বলে দাও । বাবা বসে সমস্ত শাস্ত্রের সার বলেন । এই সব কথা তারাই বুঝতে পারবে যারা আগের কল্পে বুঝেছিলো । আমরা আত্মারা হলাম পান্ডা, সবাইকে আমরা শান্তিধামে নিয়ে যাবো, তারপর সুখধামে আসতে হবে । এই দুঃখধামের বিনাশ হবে তাই এই মহাভারতের লড়াই । তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ বর্ণনা আছে । 'মনমনাভব', 'মধ্যাজী ভব' এতেই সব জ্ঞান এসে যায় । বাবা যেমন জ্ঞানে পূর্ণ, তোমরা বাচ্চারাও তেমনই হও । কেবল দিব্য দৃষ্টির চাবি আমি আমার কাছে রাখি । এর বদলে আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাই । আমি কিন্তু মালিক হই না । এখানেই তফাৎ থাকে । এই দিব্য দৃষ্টির পার্টও তোমাদের কাজে আসে । ভাবনার দানা দিয়ে দিই । বাবা বুঝিয়েছেন -- জগদম্বার কত মেলা হয় । লক্ষ্মীর এত মেলা হয় না । কতো তফাৎ । মানুষ লক্ষ্মীর ছবি সিন্দুকে রেখে দেয়, যাতে অর্থপ্রাপ্তি হয় । ভক্তিমার্গে প্রাপ্ত হয় চানা আর জ্ঞানমার্গে প্রাপ্ত হয় হীরে । লক্ষ্মীর কাছে মানুষ কেবল ধন চায় । তাঁকে কেউ এমন বলবে না যে বাচ্চা দাও, সুস্বাস্থ্য দাও । জগদম্বার কাছে মানুষ সব আশা নিয়ে যায় ।

এখন তোমরা জানো যে আমরা পূজ্য ছিলাম, তারপর পূজারী হয়েছি, আবার পূজ্য হবো । জ্ঞানের দ্বারা বাচ্চারা প্রকাশের আলোর সন্ধান পেয়েছে । তোমরা কতখানি নিরালা হয়ে গেছো । জ্ঞান অঞ্জন (চক্ষু) সদ্গুরু দিয়েছেন .....তোমরা এই নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনেছো । বুদ্ধিতে যখন এসে গেছে তখন তোমাদের এই পড়ার কতো কদর করা উচিত । দুনিয়ার পড়া তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে পড়ে আসছো । তাতে কি পেয়েছো ? চানাসম প্রাপ্তি । এই পড়া এক জন্ম পড়লে তোমরা হীরে জহরত প্রাপ্ত করতে পারো । এখন পুরুষার্থ করা বাচ্চারা, তোমাদের কাজ । না পড়লে টিচাররা আর কি করবে ? এখানে কৃপার তো কোনো কথাই নেই । এই সঙ্গম যুগে দেবতাদের সমস্ত রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । যোগবলের দ্বারা তোমরা তোমাদের বিকর্মের বিনাশ করো আর জ্ঞান বলের দ্বারা তোমরা কতো উঁচু পদ প্রাপ্তি করো । জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান নদীর দ্বারা স্নান করলে সদ্গতি হয় । বাচ্চাদের বোঝার জন্য অনেক যুক্তি মেলে । ড্রামার নিয়ম অনুসারে যা আগের কল্পে বোঝানো হয়েছিলো তাই আবার বোঝানো হয় । বাচ্চারাও নম্বর অনুসারেই আসতে থাকে । ব্রাহ্মণ কুলের বৃদ্ধি তো হবেই । বাচ্চারা, তোমাদের মহাদানী হতে হবে । যারাই আসুক, তাদের কিছু না কিছু বোঝাতে থাকো । শঙ্খধ্বনি করতে হবে । এখানে তোমরা যতটা ধরনা করতে পারবে, ঘরে তা হবে না । শাস্ত্রতেও মধুবনের গায়ন আছে, সেখানে মুরলী বাজতো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই ঈশ্বরীয় পড়ার অনেক কদর করা চাই । বাবার থেকে কৃপা ইত্যাদি চেও না । জ্ঞান আর যোগবল জমা করতে হবে ।

২) দয়ালু হতে হবে । মুখে কখনোই কটু কথা বোলো না । সর্বদা মিষ্টি কথা বলতে হবে । নিজের সমান বানানোর সেবা অবশ্যই করতে হবে ।

বরদান :- সুখ স্বরূপ হয়ে সবাইকে সুখপ্রদানকারী মাস্টার সুখদাতা হও ।

সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দুঃখের নাম - নিশানা থাকবে না কেননা সুখদাতার সন্তান তোমরা মাস্টার সুখদাতা । যারা মাস্টার সুখদাতা, সুখ স্বরূপ, তারা নিজেরা কি করে দুঃখে থাকতে পারে । বুদ্ধির দ্বারাই তারা দুঃখধাম থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে । তারা নিজেরা তো স্বয়ং সুখ স্বরূপ থাকে আবার অন্যকেও সদা সুখের দান করে । বাবা যেমন সমস্ত আত্মাদের সর্বদা সুখই দিয়ে থাকেন, তেমনই বাবার যা কাজ, বাচ্চাদেরও তাই কাজ । কেউ যদি তোমাদের দুঃখ দেয়ও তোমরা কিন্তু পরিবর্তে তাদের দুঃখ দিতে পারো না, তোমাদের স্লোগানই হলো - "না দুঃখ দাও আর না দুঃখ নাও ।"

স্লোগান :- হর্ষিত আর গম্ভীর হওয়ার ব্যালেন্সকে ধারণ করে একরস স্থিতিতে স্থিত থাকো ।